শাশ্বত

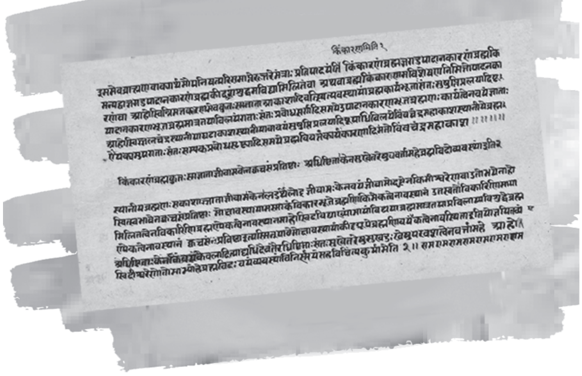

উপনিষদের প্রশ্নাবলি

অরুণোদয় সিনহা

মানুষ প্রশ্নশীল জীব। জগতের প্রায় সাতাশি লক্ষ প্রকারের প্রাণীর মধ্যে সে এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম; ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলে—কী, কেন, কীভাবে, কোথায়। মানুষ ভয় পেলে প্রশ্ন করে, অবাক হলে প্রশ্ন করে, সন্দেহ হলে প্রশ্ন করে, আনন্দ হলেও প্রশ্ন করে।

প্রশ্ন যে সবসময় শুধু অজানার প্রতি, অজানাকে জানার জন্য—তাও নয়; আগে থেকে জানা, সুপ্রতিষ্ঠিত জিনিসকে পুনরায়, বারবার প্রশ্ন করতেও মানুষ অতি দড়। সুদীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে এক প্রজন্ম যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, পরবর্তী প্রজন্ম সেসকল সিদ্ধান্তকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নেয় না, বারবার প্রশ্ন করে। সংশয় মানুষের কোনওকালেই মেটে না, কাজেই প্রশ্নেরও শেষ থাকে না।

কেন আমরা প্রশ্ন করি? জানি না বলে, জ্ঞান নেই বলে, অজানাকে জানতে চাই বলে। যে-মুহূর্তে জ্ঞানলাভ করি, সে-মুহূর্তে প্রশ্ন বন্ধ হয়। ভারতবর্ষ শিখিয়েছেন—''দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি''[১] —দ্বিতীয় হতেই ভয়ের উদ্ভব। মানুষের এই প্রশ্নশীল প্রকৃতি দেখে বলা অত্যুক্তি হবে না—দ্বিতীয়াদ্বৈ প্রশ্নো ভবতি—দ্বিতীয় হতেই প্রশ্নের উদ্ভব; সৃষ্টিতে যখনই দুইয়ের ভাব আসে, সে মুহূর্তেই দ্বিতীয় সম্বন্ধে একের মনে প্রশ্নের উদয় হয়।

মানুষের এই প্রশ্নশীলতাই তার সকল উন্নতির মূলে, সে-উন্নতি জাগতিকই হোক বা আধ্যাত্মিক। যন্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে সভ্যতার যে-জাগতিক অগ্রগতি, তার মূল প্রেরণা মানুষের অলসতা ও কায়িক পরিশ্রমের প্রতি অনীহা—এমন একটি ধারণা আপাতভাবে যৌক্তিক মনে হলেও সঠিক নয়। শারীরিক আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য কোন প্রাণী না চায়, কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কেবল মানুষই প্রশ্ন তুলেছে—আমার অসুবিধার কারণগুলি কী, কেন সেগুলি ঘটছে, কীভাবে তাদের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাব। অন্য সকল প্রজাতি কেবল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলেছে। প্রশ্নশীল এই স্বভাবের বশেই তাই মানুষ আজ চেতনা ও শ্রীসম্পদের বিকাশে ঈশ্বরের সমতুল্য। প্রশ্ন করার ক্ষমতা, প্রশ্নশীল মনই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র, সহায়।

মানুষের এই প্রশ্নশীলতাকে জগতের সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সাধক এবং অবতারেরাও উৎসাহ দিয়েছেন। যিশুখ্রিস্টের অমর উপদেশ :

কর্পোরেট ফ্রিল্যান্স কোচ

''চাও, তোমাকে দেওয়া হবে; খোঁজো, তুমি পাবে; দ্বারে আঘাত করো, তোমার সামনে তা খুলে যাবে; কারণ যারা চেয়েছে তারা সকলেই পেয়েছে, যারা খুঁজেছে, সন্ধান পেয়েছে এবং যারা দ্বারে আঘাত করেছে তাদেরকে দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে।''[২]

'মহাপরিনিব্বান' সূত্রে দেখতে পাই ভগবান বুদ্ধ তাঁর অন্তিম শয্যায় সমাগত ভিক্ষুদের প্রতি উচ্চারণ করছেন, বারবার তিনবার—''উপস্থিত সকল ভিক্ষুর মধ্যে যদি একজনেরও বুদ্ধ, ধম্ম, সঙ্ঘ, পথ ও অভ্যাস নিয়ে কোনও সন্দেহ বা দ্বিধা থাকে, প্রশ্ন করো।''[৩] প্রখ্যাত সুন্নি পণ্ডিত ইবন-কায়িম-অল-জাও-জিইয়াহ তাঁর 'মিফতাহ দারিস সা আদাহ' গ্রন্থে জানাচ্ছেন—জ্ঞানের ছয়টি স্তর; তার প্রথমটি হল সঠিক উপায়ে প্রশ্ন জিজাসা করা—মানুষ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় কারণ তারা সঠিক উপায়ে প্রশ্ন করে না।[৪] আর বর্তমান যুগে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলছেন, ''আর কিছু খোঁচ মোচ (সন্দেহ) থাকে জিজ্ঞাসা কর!''[৫]

ভারত-মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল উপনিষদ, যাকে জগতের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসমূহের শিরোমণি বললে অত্যুক্তি হয় না। মানুষের প্রশ্নশীল স্বভাবের প্রতি উপনিষদ অত্যধিক মনোযোগী, সংবেদনশীল। তাই দেখি সমগ্র দুখানি উপনিষদের নামকরণই করা হয়েছে—'প্রশ্ন' (অথর্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষৎ) এবং 'কেন' (সামবেদীয় কেনোপনিষৎ) শব্দের দ্বারা। এছাড়াও প্রতিটি উপনিষদের পৃষ্ঠারাজি খচিত অসংখ্য প্রসন্ন-গম্ভীর প্রশ্নরাশি দ্বারা। সেগুলি সংক্ষেপে মননের পূর্বে একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন—উপনিষদের প্রশ্নগুলি আলোচনা করার মূল্য কী? এই প্রশ্নগুলি তো উপনিষদের মূলশিক্ষা নয়, জ্ঞানের পথে এরা শুধু প্রথম সোপান—তাহলে এদের পিছনে সময় ব্যয় করা কেন?

কারণ ত্রিবিধ। প্রথম, উপনিষদের প্রশ্নগুলি অতি সরল, অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, সম্পূর্ণরূপে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জিজ্ঞাসিত এবং অতি গভীর। ফলে এই প্রশ্নগুলির ক্রমাগত চর্চায় আমাদের মনটি সরল হয়, যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে, 'দর্শন মানেই জটিলতা' এই ভ্রান্ত ধারণার আতঙ্ক থেকে আমরা মুক্তি পাই এবং আমাদের বুদ্ধি গভীর চিন্তা করতে সক্ষম হয়। উপনিষদের মূলতত্ত্ব মননের জন্য এই সবকটিই প্রয়োজন—চিন্তার সরলতা, যুক্তিবাদী বিচারক্ষমতা, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, বুদ্ধির গভীরতা। উপনিষদের প্রশ্নাবলি তাই শুধুমাত্র একটি অনাবশ্যক আঙ্গিক নয়, বরং সাধন-প্রস্তুতির এক অতি-গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

দ্বিতীয়, উপনিষদের প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসিত হয়েছে বিভিন্ন জনের দ্বারা, তাঁদের শিক্ষা-সাধনা-অনভূতি-সামাজিক অবস্থান-বয়স সবই ভিন্ন। তাঁরা কেউ বালক, কেউ বিদুষী, কেউ স্নাতক, কেউ ঋষি, কেউ পুরোহিত, কেউ রাজা, কেউ বা সম্পন্ন গৃহস্থ। এই পর্যবেক্ষণ আমাদের এক পরম আশ্বাস প্রদান করে—উপনিষদ সকলের জন্য, তা কেবল বনচারী সাধকের কুক্ষিগত ধন নয়। শ্রদ্ধা এবং আকুল জিজ্ঞাসা থাকলে ব্রহ্মবিদ্যা সকলের কাছেই নিজেকে উন্মুক্ত করে দেন, সকলকেই পরম সত্যের কাছে পৌঁছে দেন।

তৃতীয়, সকল উপনিষদের মূল শিক্ষা একই—''ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ''—কিন্তু একটিই শিক্ষা নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করার অভিনব উপায় বাতলে দেয় উপনিষদের এই প্রশ্নাবলি। তারা দেখিয়ে দেয়, শুধু যে একটি সত্যকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তা-ই নয়, বস্তুত পৃথিবীর সকল গভীর প্রশ্ন অবশেষে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সে-প্রশ্ন জন্মের পূর্ব অবস্থা সম্বন্ধে হোক, বা মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে; সে-প্রশ্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ সম্বন্ধে হোক, বা মানবশরীরের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে—অন্তিম উত্তর

সকলেরই এক।

মুখ্য এগারোখানি উপনিষদের (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক) মধ্যে দুখানিতে কোনও প্রশ্ন নেই, শুধুই তত্ত্বনির্দেশ এবং সাধনপদ্ধতির উপদেশ—ঈশ এবং মাণ্ডূক্য; অবশিষ্ট উপনিষদসমূহ এক বা একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, এবং সেই ভিত্তিতে প্রশ্নের তত্ত্বের অনুসন্ধান ও উপদেশ-নির্দেশ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তিনখানি উপনিষদের (কঠ, প্রশ্ন, কেন) প্রশ্নাবলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

আলোচনার পূর্বে, প্রশ্নের কয়েকটি নির্দিষ্ট রকম বা ধাঁচ সম্বন্ধে সচেতন হলে এই প্রশ্নাবলি মনন আরও ফলপ্রসূ হতে পারে।

'উত্তরের ব্যাপ্তি'র উপর নির্ভর করে প্রশ্ন দু-ধরনের হতে পারে—বদ্ধ (closed) এবং মুক্ত (open)। বদ্ধ প্রশ্নের উত্তর হয় অতি-সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি—এই ধরনের প্রশ্নে ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনও সুযোগ উত্তরদাতার থাকে না। উদাহরণ—তোমার নাম কী? তোমার ঠিকানা কী? পরবর্তী পূর্ণিমা কবে? এবছর বিজয়া দশমী কোন বারে পড়েছে? ইত্যাদি।

মুক্ত প্রশ্ন এর ঠিক বিপরীত; এক্ষেত্রে প্রশ্ন এমনভাবে করা হয় যাতে উত্তরদাতা নিজের পছন্দমতো অনেক প্রসঙ্গের উত্থাপন করতে পারেন, ব্যাখ্যা দিতে পারেন, যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ ধরে উত্তর দিয়ে যেতে পারেন। কয়েকটি উদাহরণ—ভারতের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কোন অর্থনৈতিক মডেল সর্বাধিক ফলদায়ক? অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত পথের মধ্যে কোনটি বর্তমান যুগের পক্ষে সুপ্রযুক্ত? স্কুল-পড়ুয়াদের পক্ষে মোবাইলের উপযোগিতা কী? ইত্যাদি।

'প্রশ্নকর্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য'র উপর নির্ভর করে প্রশ্ন আবার দু-ধরনের হতে পারে—ব্যক্ত (explicit) ও উহ্য (implied)। ব্যক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে যে-উত্তর পাওয়া যায়, প্রশ্নকর্তা আসলে সেটিই জানতে চাইছেন। ''তোমার নাম কী?''—একটি ব্যক্ত প্রশ্ন; এর মাধ্যমে আমি উত্তরদাতার কেবল নামই জানতে চাইছি, আমার অন্য কোনও জিজ্ঞাস্য নেই।

উহ্য প্রশ্ন এর বিপরীত। প্রশ্নকর্তা আসলে জানতে চাইছেন অন্য কিছু, কিন্তু সরাসরি সে-প্রশ্নটি করে উঠতে পারছেন না, সে যে কোনও কারণেই হোক। কাজেই তিনি অন্য একটি প্রশ্ন পেশ করলেন, যা মূল বিষয়ের সঙ্গে হয়তো খানিক সঙ্গতিপূর্ণ, এরপর ধীরে ধীরে প্রসঙ্গের মাধ্যমে তিনি মূল প্রশ্নে পৌঁছবেন। উদাহরণ : বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩।৮।৬ সংখ্যক শ্লোকে বিদুষী গার্গী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করছেন—''যা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যা পৃথিবীর নিম্নে, যা ব্রহ্মাণ্ড কপালদ্বয়ের মধ্যে এই উভয়লোকরূপে বিদ্যমান, যা হয়েছে, যা বর্তমান এবং যা হবে—এই সব যা কিছু পণ্ডিতেরা বলে থাকেন—এইটি কিসে ওতপ্রোত?'' লক্ষণীয়, গার্গী এখানে সরাসরি ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন না, যদিও তাঁর উদ্দেশ্য সেটিই।

প্রশ্ন-মননের ক্ষেত্রে এইধরনের উহ্য প্রশ্নগুলি অনুধাবন করা অতি আবশ্যক। প্রতিটি প্রাথমিক প্রশ্নের ভিতর স্তরে স্তরে অনেক প্রশ্ন লুকিয়ে থাকে; সেই লুকনো, উহ্য প্রশ্নগুলিকে চিহ্নিত করা, উহ্য প্রশ্নগুলির বিভিন্ন স্তর ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজনীয়।

প্রশ্নের তৃতীয় প্রকার হল—সরল প্রশ্ন এবং আবৃত্ত প্রশ্ন। আবৃত্ত প্রশ্নের ধরনটি বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিশেষভাবে দেখা যায়। একটি আবৃত্ত প্রশ্ন অনেকগুলি সরল প্রশ্নের সমাহার। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে তৃতীয় প্রশ্ন, তার উত্তরের ভিত্তিতে পরের প্রশ্ন—এইভাবে প্রশ্নের আর উত্তরের ক্রম চলতেই থাকে। একটি উদাহরণ

বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও বিদুষী গার্গীর কথোপকথন (মন্ত্র ৩।৬।১) :

প্রশ্ন : সমস্ত কিছু যদি জল দ্বারা আবৃত হয়, তবে জল কিসে আবৃত?

উত্তর : বায়ু দ্বারা।

প্রশ্ন : বায়ু কিসে আবৃত?

উত্তর : অন্তরিক্ষলোক দ্বারা।

প্রশ্ন : অন্তরিক্ষলোকসকল কিসে আবৃত?

উত্তর : গন্ধর্বলোক দ্বারা।

প্রশ্ন : গন্ধর্বলোকসকল কিসে আবৃত?

উত্তর : আদিত্যলোক দ্বারা।

প্রশ্ন : আদিত্যলোকসকল কিসে আবৃত?

উত্তর : চন্দ্রলোক দ্বারা।

প্রশ্ন : চন্দ্রলোকসকল কিসে আবৃত?

উত্তর : নক্ষত্রলোক দ্বারা।

প্রশ্ন : নক্ষত্রলোকসকল কিসে আবৃত?

উত্তর : দেবলোক দ্বারা।

প্রশ্ন : দেবলোকসকল কিসে আবৃত?

উত্তর : ইন্দ্রলোক দ্বারা।

প্রশ্ন : ইন্দ্রলোকসকল কিসে আবৃত?

উত্তর : প্রজাপতিলোক দ্বারা।

প্রশ্ন : প্রজাপতিলোকসকল কিসে আবৃত?

উত্তর : ব্রহ্মলোক দ্বারা।

আপাতভাবে মনে হতে পারে উত্তরদাতা হয়তো প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছুক; এত ছোট ছোট প্রশ্নের অপেক্ষা না রেখে কেন তিনি সমগ্র বিষয়টি প্রথমেই ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন না? আসলে উত্তরদাতা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, প্রশ্নকর্ত্রী গার্গীর জ্ঞানেরও পরীক্ষা নিচ্ছেন। উত্তরদাতা এবং প্রশ্নকর্ত্রী—দুজনেই এখানে পরস্পরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এক বৌদ্ধিক মল্লযুদ্ধে নিরত। আর ঠিক এই স্থানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এক অনবদ্য এবং অভিনব বিষয়, প্রশ্নের এক সম্পূর্ণ নতুন ধরন—'অতিপ্রশ্ন'।

উপনিষদ এক আশ্চর্য জগৎ। প্রশ্নের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে কেন? বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী আমাদের শিখিয়ে দেন প্রশ্নের এক সম্পূর্ণ নতুন রকম 'অতিপ্রশ্ন'। জগতের বাকি সভ্যতা তো বটেই, বেদান্ত ছাড়া ভারতের অন্যান্য দর্শনও এই অতিপ্রশ্নের ধারণা করে উঠতে পেরেছে কী না সন্দেহ, বহু খুঁজে উপনিষদ ছাড়া কোথাও এই শব্দটি আমি পাইনি।

বিদুষী গার্গী যে-মুহূর্তে প্রশ্ন করলেন—ব্রহ্মলোক কিসে আবৃত—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তিরস্কার করলেন : 'মা অতিপ্রাক্ষীঃ'—অতিপ্রশ্ন করবেন না।

অতিপ্রশ্ন কী? 'অতিক্রম্য মর্যাদাঃ প্রশ্ন'—এমন প্রশ্ন যা প্রশ্নের মর্যাদা অতিক্রম করে যায়; এমন প্রশ্ন যার উত্তর বাক্য এবং মনের ধারণাশক্তিকে অতিক্রম করে যায়; এমন প্রশ্ন যার উত্তর ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—কেবল অনুভব করা যায়। প্রশ্নকর্তা অবশ্যই অতিপ্রশ্ন করতে পারেন, কিন্তু তার উত্তর তাঁকে নিজেকেই অনুভব করতে হবে, উত্তরদাতার কাছ থেকে উত্তর পাবেন না—যেমনটি বাকি সব উত্তরের ক্ষেত্রে পেয়ে থাকেন।

প্রশ্নের এই কয়টি ধাঁচ—বদ্ধ, মুক্ত, ব্যক্ত, উহ্য, সরল, আবৃত্ত—এর ভিত্তিতে আমরা এবারে কঠোপনিষদের প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করব। অভিভাবকমাত্রেই জানেন যে, জগতের কঠিনতম প্রশ্ন শিশুরাই করে থাকে; কঠোপনিষদ দেখিয়ে দেন শিশুদের প্রশ্ন করার এই ঐতিহ্যও বহু প্রাচীন। বিস্ময়বালক নচিকেতা এইরকম এক অতি সরল কিন্তু অতি গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করে স্বয়ং ধর্মরাজ যমকে বিপন্ন করে দিয়েছিলেন। ওই একটি প্রশ্নের ভিত্তিতে কঠ-র সমগ্র দর্শনটি উক্ত হয়েছে।

''যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥'' (কঠ ১।১।২০)

—কেউ বলেন মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেউ বলেন থাকে না। পরলোক সম্বন্ধে মানুষের মনে এই যে সন্দেহ বিদ্যমান সেই আত্মার তত্ত্ব আমি সম্যক জানতে ইচ্ছা করি, এটিই আমি তৃতীয় বর হিসাবে প্রার্থনা করি।

বিভাগগত দিক দিয়ে প্রশ্নটি 'ব্যক্ত প্রশ্ন'। এর পিছনে কোনও উহ্য বা অন্য প্রশ্ন নেই। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং আলোচনার ভিত্তিতে সে যা শুনেছে, জেনেছে, তার ভিত্তিতেই নচিকেতা এই সরাসরি প্রশ্ন করেছে। এই প্রশ্নটি মুক্ত প্রশ্নেরও এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্রহ্ম, মায়া, আত্মজ্ঞান, জীবাত্মা, পরমাত্মা—এইসব তত্ত্বকথার কোনও ব্যাখ্যা নচিকেতা জিজ্ঞাসা করছেন না, বা ঘুরিয়েও জানতে চাইছেন না; বরং যমরাজের উত্তরের জন্য সম্পূর্ণ পরিসর ছেড়ে রাখছেন, তিনি যেভাবে চান সেভাবেই যাতে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

প্রশ্ন উপনিষদে ছয়খানি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়েছে, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য এক-একটি অধ্যায় নিবেদিত; ঋষি অধ্যায়গুলির শিরোনাম হিসেবে 'প্রশ্ন' শব্দটিকেই বেছে নিয়েছেন। এখানে প্রশ্নকর্তারা নচিকেতার মতো শিশু নন, তাঁরা 'ব্রহ্মপরাঃ', 'ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ'—তপস্বী, অতিবিদ্বান, সকল বিদ্যা আহরণ করে, অবশেষে শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা আহরণে ব্রতী হয়েছেন, এসেছেন ঋষি পিপ্পলাদের কাছে। তাঁদের প্রশ্নজিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটও নচিকেতার মতো কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, এত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয়েও, উত্তম প্রশ্ন প্রস্তুত করার এত সময় পেয়েও তাঁরা যেসকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন সেগুলি সরল থেকেও সরলতম। প্রশ্নের সরলতার নিরিখে তাঁরা সকলেই নচিকেতার সতীর্থ।

কাত্যায়নপুত্র কবন্ধী প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন—'কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি' —এই প্রজাগণ (উৎপত্তিশীল জীবগণ) কোথা থেকে জন্মলাভ করে?

জীবের জন্ম, দেহলাভ ও বিবর্তনের কারণ জীববিদ্যা ও শারীরবিদ্যার অন্তর্গত। সে-সম্বন্ধে বিদ্বান ব্যক্তি অবহিত নন, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কাজেই এই প্রশ্নের পিছনে একটি উহ্য প্রশ্ন আছে—প্রশ্নকর্তা এখানে সকল জীবের উৎপত্তির মূল বা আদি কারণ সম্বন্ধে জানতে কৌতূহলী, এক-একটি জীবের জন্মের কারণ নয়।

কবন্ধীর সতীর্থ ভৃগুবংশীয় বৈদর্ভির দ্বিতীয় প্রশ্ন—'কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে'—কতজন দেবতা প্রজাদের শরীরকে বিশেষরূপে ধারণ করেন? 'কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে'—কারা এই স্বমাহাত্ম্য প্রকটিত করেন? 'কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ' —এঁদের মধ্যে কে-ই বা প্রধান?

আপাতদৃষ্টিতে প্রতিটিই বদ্ধ ও সরল প্রশ্ন। কিন্তু এদের পিছনের উহ্য প্রশ্নের স্তরটিও লক্ষণীয়—এই দেবতারা কার বলে বলীয়ান, কে তাঁদের প্রাধান্য স্থির করেন, জীবের স্বমাহাত্ম্য কী ইত্যাদি।

অশ্বলপুত্র কৌসল্য জানতে চাইছেন, 'কুত এষ প্রাণো জায়তে'—কোথা থেকে এই প্রাণ জন্মলাভ করেন? 'কথম্ আয়াতি অস্মিন্ শরীর আত্মানং' —আত্মা এই শরীরে কখন প্রবেশ করেন? 'প্রবিভজ্য কথং বা প্রাতিষ্ঠতে'—নিজেকে বিভক্ত করে তিনি কীভাবে এই শরীরে অবস্থান করেন? 'কেনোৎক্রমতে'—কীভাবে শরীর ত্যাগ করেন? 'কথং বাহ্যমভিধত্তে'—বিভিন্ন বাহ্য বিষয়গুলিকে কীভাবে ধারণ করেন? 'কথম্ অধ্যাত্মম্'—অধ্যাত্মকেই বা কীভাবে ধারণ করেন?

গার্গ্যর প্রশ্ন : 'এতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি'—এই শরীরে কে নিদ্রা যান? 'কানি অস্মিন্ জাগ্রতি' —কেই বা জেগে থাকেন? 'কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি'—কোন দেবতা স্বপ্ন দেখেন?

সত্যকাম জানতে চাইছেন : সারাজীবন ধরে

অতি অধ্যবসায়ের সঙ্গে যিনি ওঙ্কারের ধ্যান করেন, তিনি কোন লোক জয় করেন?

সুকেশার প্রশ্ন : ষোলোকলা-বিশিষ্ট পুরুষ কে?

এক-একজন ব্রহ্মবিদ্যা বিশ্লেষণের এক-একটি রাস্তা খুলে দিচ্ছেন। সকলেই ব্রহ্মের কথাই জানতে চাইছেন, কিন্তু সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তরের অনুভূতি থেকে, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধীরে ধীরে সেখানে পৌঁছতে চাইছেন—কাজেই অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করছেন, যাতে উপদেশকারী গুরু সহজেই মূলতত্ত্বে পৌঁছতে পারেন।

কেন উপনিষদের প্রথম মন্ত্রটিই চারখানি প্রশ্নের সমাহার, বাকি উপনিষদ জুড়ে এই চারটি প্রশ্নের ভিত্তিতে তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

''কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥''

—কার ইচ্ছায় মন প্রেরিত হয়ে স্ববিষয়ে গমন করছে? শ্রেষ্ঠ যে-প্রাণ সে-ই বা কার নিয়োগে গমনাগমন করছে? লোকে কার ইচ্ছাপ্রণোদিত শব্দ উচ্চারণ করছে এবং কোন দেবতা এই চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করছেন?

এই প্রশ্নগুলির কোনও প্রশ্নকর্তা নেই। ঋষি যেন সর্বজনীন প্রশ্ন হিসাবে এগুলিকে তুলে ধরতে চাইছেন। বিশ্বের সকল মানুষের এই জিজ্ঞাসা—কেন আমার মন, আমার প্রাণ, আমার বাক্য আমার কথা শুনে চলে না? আমি চাই ভাল ভাবতে, ভাল থাকতে, ভাল বলতে—কিন্তু কিসের যেন প্রভাবে তারা তাদের নিজের ইচ্ছামতো চলে, কখনও তাতে আমার ভাল হয়, কখনও খারাপ। দুর্যোধনের মতো আক্ষেপ করি—''জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানামি অধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ''—ধর্ম কী তা জানি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই; অধর্ম কী তাও জানি, কিন্তু তাতে আমার নিবৃত্তি নেই। মনোবিজ্ঞানের এই চিরন্তন প্রশ্ন কীভাবে ব্রহ্মবিদ্যারও সোপান হতে পারে—কেনোপনিষদের এই প্রশ্ন সেটিই নির্দেশ করছে।

চারখানি প্রশ্নই সরল, বদ্ধ, ব্যক্ত প্রশ্ন—সরাসরি এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর চাওয়া হচ্ছে। আবার এদের মধ্যে বহু উহ্য প্রশ্নও লুকিয়ে আছে। এই উহ্য প্রশ্নগুলি অনুধাবন করলে পরবর্তী শিক্ষা আরও ফলপ্রসূ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

উহ্য প্রশ্নের প্রথম স্তর :

১। আমার মন, আমার প্রাণ, আমার কথা—তারা আবার 'আমার' ছাড়া অন্য কার ইচ্ছায় চলবে? আমি কি কোনও যন্ত্র, যার পরিচালক অন্য কেউ?

২। আমার কি তাহলে কোনও স্বাধীন ইচ্ছা নেই, আমি কি কেবল সেই না-দেখা পরিচালকের নির্দেশে চলছি?

৩। স্বাধীন ইচ্ছা যে আমার নেই, তা-ই বা বলি কেমন করে? আমি নিজের ইচ্ছেমতো অনেক কাজ করতে পারি, আবার কিছু পারিও না। তাহলে আমার স্বাধীন ইচ্ছার কি কোনও সীমানা আছে?

৪। সেই সীমানা কে ঠিক করল—সেই পরিচালক, নাকি আমি নিজে?

উহ্য প্রশ্নের দ্বিতীয় স্তর :

১। আরও গভীরে গেলে প্রশ্ন উঠতে পারে—যদি ধরেই নিই এমন কোনও পরিচালক আছেন, তাঁরও কি মনপ্রাণ আছে?

২। যদি তাঁর মনপ্রাণ থাকে তাহলে সেগুলি কার নিয়ন্ত্রণাধীন? পরিচালকেরও কি পরিচালক আছেন? এরকম কয়টি স্তর অবধি কতজন পরিচালক আছেন?

৩। আবার, যদি কোনও পরিচালক না থাকেন, তবে সেই 'আমি' কে যার নির্দেশে 'আমার' মন, বাক্য ও প্রাণ পরিচালিত হয়? মৃত্যুর পর সেই 'আমি'র কী হয়?

কেনোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের চতুর্থ প্রশ্নটি দুজন নির্দিষ্ট দেবতা সম্বন্ধীয়—চোখ ও কানের দেবতা। আচার্য যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে 'দেবতা' শব্দটির চারখানি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশ করেছেন : দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা। —১। যাঁরা আমাদের ঈপ্সিত বস্তুগুলি দান করেন, ২। নিজেরা তেজোময় বলে যাঁরা পদার্থগুলিকে প্রকাশিত করেন, ৩। যাঁরা স্বপ্রভায় উজ্জ্বল, ৪। যাঁরা দ্যুলোকে অবস্থান করেন।

দ্বিতীয় অর্থটি এই চতুর্থ প্রশ্নের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত। গভীরে ভাবলে বহু উহ্য প্রশ্ন এই চতুর্থ প্রশ্নের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে :

১। আমরা যে-শক্তির দ্বারা দেখতে ও শুনতে পাই, সেই শক্তির উৎস এবং নিয়ামক কী বা কে?

২। আমরা কোথা থেকে সেই শক্তি পাই? কান এবং চোখে সেই দেবশক্তি প্রবেশ করে কী করে? সেই দেবশক্তি কাজই বা করে কী করে? মৃত্যুর পর আমরা দেখতে ও শুনতে পাই না, তাহলে তখন সেই দেবশক্তির কী গতি হয়?

এইগুলি কয়েকটি মাত্র প্রশ্নের উদাহরণ। যত গভীরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অভ্যাস আমরা গড়ে তুলব, উপনিষদ ততই নব নব রূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন কখনই তাত্ত্বিক বা কাল্পনিক হওয়া উচিত নয়। উপনিষদের প্রশ্নাবলির ধারা সেটি নয়; প্রশ্ন রচিত হবে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, বাস্তব জীবন ও বাস্তব সমস্যার ভিত্তিতে। উপনিষদের জ্ঞান শাশ্বত—তাতে বর্তমান ও আগামীকালের সকল সমস্যার সমাধান লুক্কায়িত, অপেক্ষা শুধু উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ও সেই প্রশ্নের উত্তর গ্রহণের মতো ধীশক্তি ও ধৈর্য গড়ে তোলার। ✠

তথ্যসূত্র

১। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ,* ১।৪।২

২। Verse 7-8, Chapter VII, *Gospel of Matthew*, New Testament

৩। মহাপরিনিব্বাণ সূত্র, *দীঘনিকায়* ১৬, খণ্ড ৬, ৫-৭

৪। Ibn Qayyim al-Jawziyya, *On Knowledge from Key to the Blissful Abode, Miftah Dar al-Sa'ada*, Translated by Tallal M. Zeni, The Islamic Texts Society, Cambridge, 2016, পৃঃ ২৮৩

৫। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ২৭৩

শ্রীসারদা মঠ প্রকাশিত **মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের** দুটি অমূল্য গ্রন্থ

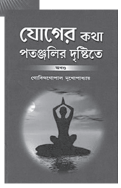

উপনিষদের অমৃত

স্বামী বিবেকানন্দ বেদ-উপনিষদের শাশ্বত ভাবধারাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে। তাঁরই চিন্তাধারার অনুবর্তনে *নিবোধত* পত্রিকায় দশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই মনোজ্ঞ উপনিষদচিন্তন। ২০০ টাকা।

যোগের কথা : পতঞ্জলির দৃষ্টিতে

শাস্ত্রামোদী আর সাধারণ—উভয় মনেরই তৃপ্তিদায়ী এই সরস আলোকপাত। ১২০ টাকা।